সংবাদ • 00 048

তারিখ 18 SEP 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

# বিপর্যয়ের মুখে সিরাজদিখানের প্রাথমিক শিক্ষা

১৭.৯.৮৫ সংবাদ

॥ নির্মল নন্দী ॥

মুন্সীগঞ্জ, ১৬ই সেপ্টেম্বর।– চরম অব্যবস্থা চলছে সিরাজদিখান উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। শিক্ষা অফিসের অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে উপজেলার সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষা অফিসের পরিবর্তে শিক্ষকরাই নতুন স্কেল অনুসারে তাদের বেতন নির্ধারণ করে সার্ভিসবুক 'আপটুডেট' করছেন।

সিরাজদিখান উপজেলায় নিয়োজিত শিক্ষা অফিসার মূলত: ঢাকায়ই অবস্থান করেন।

কাজ না করেও শিক্ষকদের বেতন নিতে কোন বাধা নেই বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এধরনের আরো অনেক অভিযোগ আছে সিরাজদিখান শিক্ষা অফিস সম্পর্কে।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার বেলা ১টার দিকে পৌছলাম উপজেলা কার্যালয় টিটিডিসি ভবনে। দোতলার একটি কক্ষে শিক্ষা অফিস। সামনের দরজাটি খোলা, জানালাগুলো বন্ধ। অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষের এককোণে ঘুমাচ্ছেন একজন। তাকে ডেকে তুলতেই নিজের পরিচয় জানালেন, তিনি অফিসের পিয়ন আবদুর রহমান। তারপর তিনি জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার গত বুধবার এসে পরের দিনই ঢাকায় চলে গেছেন। তার কোয়ার্টার থাকলেও সেখানে গত ৪ বছরে কোন দিন তিনি অবস্থান করেননি। কখনও রাত যাপন করতে হলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসেই থাকেন। অফিসের অন্য দু'জন অফিস সহকারী কানন বাবু, মাখন লাল আজ অফিসে আসেননি।

অফিসের চেয়ার-টেবিল ধুলোয় ভরা। মেঝেতে পড়ে আছে কিছু খাতাপত্র। পিয়ন জানান, ওগুলোও কাজের।

অপর একটি সূত্রে জানা গেল, উপজেলা শিক্ষা অফিসের অফিস খরচ বাবদ প্রতিবছর ২০ হাজার টাকা সরকার থেকে দেয়া হলেও এখানে তা খরচ করা হয় না। কাগজপত্রে খরচ দেখান হয় কিন্তু এ অফিসে একটা কলমদানি পর্যন্ত নেই। অনেক দিন থেকে ১টি টাইপ রাইটার বিকল হয়ে আছে। আর একটি টাইপ রাইটারের হদিসই এখন কেউ জানেনা বলে সূত্রটি জানায়। অফিসের প্রয়োজনীয় অনেক কাগজপত্রই প্রয়োজনমত পাওয়া যায় না।

পিয়ন আবদুর রহমানকে সাথে নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি অফিসে গেলাম। তখন বেলা ২টা হবে। সেখানে সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েক জনের সাথে আলাপ হলো। পাশেই ছিল ৪টি স্তূপাকারে মেঝেতে ফেলে রাখা এ উপজেলার শিক্ষকদের ৩শ' ৮২ খানা সার্ভিস বুক। সেখানে শিক্ষকরা জানালেন, শিক্ষা অফিসারের অনুমতি নিয়ে এ বইগুলো লিখে তারা 'আপটুডেট' করছেন। নতুন বেতন হার অনুসারে তারাই বেতন নির্ধারণ করে সার্ভিস বইয়ে তুলেছেন। গত ঈদ বোনাসসহ বেতনের বিল তারাই তৈরী করেছেন। শিক্ষা অফিসার শুধু সই করে দিলেই চলে বলে তারা জানালেন।

শিক্ষা অফিসের লোকদের কাজ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারা জানান যে, শিক্ষা অফিসের লোকেরা বিলে ভুল করে প্রতিমাসে। এ, জি অফিস থেকে ২/৩ বার বিল ফেরত আসে না এমন মাস নেই। কোন মাসেই অন্তত: দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে বেতন হয় না। তারা আরো জানান যে, অফিসের লোকেরা কোন সার্ভিস বুকই 'আপটুডেট' করতে পারেনি। বেতনের বিল ও সার্ভিস বুকে প্রচুর গরমিল ছিল। এসব ঠিকঠাক করে শিক্ষকরা বিরাট অংকের টাকার এরিয়ার বেতন পেয়েছেন বলে তারা জানান।

শিক্ষক সমিতিতে যারা সার্ভিস বুকের কাজ করছেন তারা সবাই প্রধান শিক্ষক। তাদের অনুপস্থিতিতে স্কুলের লেখাপড়া কিভাবে চলে এ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান যে, শিক্ষা অফিসারের অনুমতি নিয়েই তারা এসব কাজ করছেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেন যে, গত জুলাই মাসে এ উপজেলার ৩৮২জন শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন তাদের ব্যাংক একাউন্টে জমা না দিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার নিজের নামের ব্যাংক একাউন্ট নং ৬৭, সোনালী ব্যাংক, সিরাজদিখান-এ জমা দিয়ে চেকের মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতন দিয়েছেন এবং তাতে প্রত্যেক শিক্ষকের চেক ১০ টাকা হিসেবে কম দিয়েছেন। একই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের আগষ্ট মাসের বেতন ঈদ উৎসব ভাতা, শিক্ষা অফিসার তার নিজের একাউন্ট থেকেই চেকের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের বেতনের টাকার খুচরা অংশ শিক্ষকদের দেননি বলেও উক্ত সূত্রটি জানায়।

উল্লেখ্য, শিক্ষকদের সার্ভিস বুক লেখা ও বেতন নির্ধারণের কাজ করবেন অফিসসহকারী এবং অফিস সহকারীর স্বাক্ষরিত হিসাব পত্রে শিক্ষা অফিসার সই করবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, সিরাজদিখান উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এ হতাশাজনক পরিস্থিতির প্রধান কারণ উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দীর্ঘদিন ধরে অফিসে অনিয়মিতভাবে উপস্থিতি, শিক্ষকদের প্রয়োজনে তাদের কাগজপত্র নিয়ে শিক্ষা অফিসারের ঢাকার বাসায় দেখা করতে হয়।

স্থানীয় একটি মহল জানায় যে, এ উপজেলার অনেক শিক্ষক মাসের পর মাস স্কুলে না গিয়েও বেতন পায়।

কোন দিন স্কুলে না গিয়েও খিলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈকা শিক্ষিকা বেতন পেয়েছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাকে বদলি করেন দক্ষিণ তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু গত জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৬ মাসের বেতন তাকে খিলপাড়া স্কুলের নামেই দিয়েছেন। সে স্কুলের হাজিরা খাতা বা মাসকাবারী বিলে তার সই নেই।

প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করে উপজেলা শিক্ষা কমিটির অজ্ঞাতেই কোন শূন্যপদ না থাকা সত্বেও বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বদলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে কারচুপি ও অনিয়ম করা হয়েছে বলেও সিরাজদিখান উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির অন্যতম সদস্য রাজদিয়া আ: জব্বার পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব তরিকুল ইসলাম উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেছেন।

অপর একটি সূত্র জানিয়েছে যে, গত ২৮শে ডিসেম্বর ইন্টারভিউ নিয়ে ১৪ই জানুয়ারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়োগপত্র দেয়া হলেও কতিপয় চাকরি প্রার্থীকে কারচুপি করে সরকারী চাকরির বয়সের সাথে মিল দেখানোর জন্য কাউকে উক্ত তারিখের আগে আবার কাউকে উক্ত তারিখের পরে নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে।

জৈনসার ইউনিয়নের কাঁঠালতলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত ২৭শে এপ্রিলের ঝড়ে পড়ে যায়। স্কুল ভবনটি এতদিনে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক কেউই স্কুলে আসেন না। শিক্ষকরা মাসে মাসে বেতন নিচ্ছেন।

সিরাজদিখান উপজেলায় ১শ ৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাতে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৩শ' ৮২ জন। সরকার নির্ধারিত পদ হচ্ছে ৪শ' ৫টি। এ পর্যন্ত পাওয়া হিসেব অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৪ হাজার। শিক্ষা বিভাগের নিয়মে প্রতি ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য দরকার ১জন শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন ৬শ'। বয়রাগাদী ইউনিয়নের ভূঁইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূর্ব শিয়ালদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন।

সিরাজদিখান উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ করা সম্ভব হয়নি। তিনি সেদিন অফিসে আসেননি। তার বাড়ী নাকি ৮ মাইল দূরে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে তার এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসারের কাজকর্ম সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, অফিসারদের না থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দেন 'ট্যুরে ছিলাম'। নির্বাহী অফিসার মাসখানেক হবে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন; সামনের দিকে এ ব্যাপারে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন বলে জানান।